রংপুর রেঞ্জ, বাংলাদেশ পুলিশ, রংপুর

ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল, রংপুর রেঞ্জ

বাংলাদেশ পুলিশ, রংপুর

এবং

ইন্সপেক্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ

এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৯ - জুন ৩০, ২০২০

রংপুর রেঞ্জ

বাংলাদেশ পুলিশ, রংপুর

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	নাম	পাতা নম্বর
১.	কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	৩
২.	উপক্রমণিকা	৫
৩.	সেকশন- ১: কার্যাবলী	৬
৪.	সেকশন- ২: কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ	৭
৫.	মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ	৯
৬.	সংযোজনী- ১: শব্দ সংক্ষেপ (Acronyms)	১২
৭.	সংযোজনী- ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী এবং পরিমাপ পদ্ধতি	১৩
৮.	সংযোজনী- ৩: অন্য দপ্তর/সংস্থার নিকট সুনির্দিষ্ট কর্মসম্পাদন চাহিদাসমূহ	১৫

রংপুর রেঞ্জ, বাংলাদেশ পুলিশ, রংপুর এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

(Overview performance of Rangpur Range, Bangladesh Police, Rangpur)

সাম্প্রতিক বছর সমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জন ঃ

ভবিষ্যতে উন্নত জাতি হিসাবে একটি নিরাপদ ও সুখী রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে ভবিষ্যত প্রজন্মকে মাদক মুক্ত করা আমাদের সামাজিক অঙ্গীকার। সেই লক্ষ্যে পুলিশ মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে। মাদকের উৎস, বহন, ব্যবহারকারী সকলকে নিয়েই কাজ করছে পুলিশ। মাদকের বিরুদ্ধে অভিযানের পাশাপাশি মাদক সেবীদের পুর্নবাসনেরও ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আশা করা যায় জনগনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মাদকের ভয়াবহতা থেকে আমাদের সন্তানদের রক্ষা করা যাবে।

জনকল্যানমূলক রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো জনগনের সার্বিক নিরাপত্তা প্রদান। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশ রাষ্ট্রের অন্যতম অনুসঙ্গ হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে জাতি হিসাবে আমাদের অর্জনসমূহ বাধাগ্রস্থ করছে কিছু উগ্র মতবাদ তথা জঙ্গিবাদ। বাংলাদেশ পুলিশ জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস দমনে CTU , Commando Unit গঠন, পুলিশী তৎপরতা বৃদ্ধি, গণসচেতনতা তৈরীতে কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং জঙ্গি ও সন্ত্রাস বিরোধী কার্যক্রমের কৌশল হিসাবে ভাড়াটিয়াদের তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরন শুরু করেছে। সেই সাথে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষকসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষকে জঙ্গি, সন্ত্রাস ও মাদকের বিরুদ্ধে সোচ্চার করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

আধুনিক পুলিশিং ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে পুলিশি কার্যক্রমে ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা চালু করে সনাতনি ব্যবস্থা দূর করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। পুলিশী সেবার গতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিডি পুলিশ হেল্প লাইন (BD Police Help Line) চালু করা হয়েছে। অনলাইন এর মাধ্যমে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট দেয়া, সকল থানার সাথে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অনলাইন যোগাযোগ চালু করা এবং মামলার তদন্তে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিগুলোর প্রনয়ন করা হচ্ছে।

গতানুগতিক পুলিশ কার্যক্রমের বাইরেও রংপুর রেঞ্জের পুলিশ কাজ করছে। যেমন- নিরাপত্তার অংশ হিসাবে জনগনকে পুলিশি কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। গঠন করা হয়েছে কমিউনিটি পুলিশিং ইউনিট (CPU)। নারী ও শিশুর নিরাপত্তায় রেঞ্জাধীন প্রতিটি জেলার পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে উইমেন সাপোর্ট সেন্টার (Women Support Centre) স্থাপন এবং থানা সমূহে নারী ও শিশু বান্ধব ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে দ্রুত সাড়া দেয়ার জন্য রংপুর রেঞ্জের প্রতিটি থানা ও পৌর এলাকায় বিট পুলিশিং কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এছাড়া পুলিশ সড়ক দূর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে মালিক, চালক ও হেল্পারদের নিয়ে সচেতনতামূলক সভাসহ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করছে।

উত্তমচর্চা ও উদ্ভাবনীচর্চার মাধ্যমে রেঞ্জের পুলিশ জনগনের আরো কাছে আসার প্রচেষ্টা গ্রহন করছে। এর লক্ষ্যে থানা পর্যায়ে নিয়মিত ওপেন হাউজ ডে (Open House Day) অনুষ্ঠান এবং জনগণের সমস্যাসমূহ শোনা, পুলিশী স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার কৌশল গ্রহন করা হয়েছে।

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ সমূহ ঃ

ক) গতানুগতিক সমস্যা ঃ

১। সার্বিকভাবে পুলিশ ও জনসাধারণের অনুপাত যেকোন দেশের চেয়ে অনেক অপ্রতুল।
২। জনসংখ্যার তুলনায় অপর্যাপ্ত জনবল, লজিস্টিক সাপোর্ট যথা- যানবাহন ও আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব।
৩। আবাসন সমস্যা এবং যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে।
৪। অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষন ও বিশ্বায়নের ফলে সৃষ্ট নতুন সমস্যার মোকাবেলায় অপর্যাপ্ত জ্ঞান, প্রশিক্ষন ও অন্যান্য সাপোর্ট এর স্বল্পতা বিরাজমান।

খ) সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ঃ

আন্তর্জাতিক সমস্যা হিসেবে মাদক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এছাড়া বিশ্বায়নের ফলে জাতীয়তাবাদ ও সংস্কৃতিগত দ্বন্দ্ব এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। যার ফলে সৃষ্টি হয়েছে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বাংলাদেশ এর বাইরে নয়। তবে বাংলাদেশ পুলিশ মাদক ও সন্ত্রাসবাদে বিস্তাররোধে এবং এগুলিকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করতে সচেষ্ট আছে।

তথ্য প্রযুক্তির বিকাশের ফলে অপরাধের ঝুঁকি সমূহ খুব দ্রুত ট্রান্সন্যাশনাল এবং ডিজিটাল রূপ লাভ করেছে। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, ডাংচুর এখন শুধু বস্তু কেন্দ্রিক বা অবয়ব কেন্দ্রিক নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তথ্য দ্বারা চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, দৈনন্দিন এবং কৌশলগত কার্যক্রম অচল করা/ ভেঙ্গে দেয়ার ঘটনা ঘটছে সাইবার জগতে। দ্রুত সম্প্রসারিত তথ্য সমাজে সংস্কৃতির ওপর আঘাত, আগ্রাসন, অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা ঘটছে ব্যাপক। চুরি, ডাকাতির অস্ত্র, নতুন নতুন ম্যালওয়ার, র‍্যানসমওয়ার, হ্যাকিং পদ্ধতি নিত্য নতুন রূপ ধারন করে আসছে প্রতিদিন। তাই ডিজিটাল নিরাপত্তা বর্তমানে যুগের চাহিদা। এখন প্রয়োজন হচ্ছে সাইবার ওয়াল, সাইবার প্যাট্রল, সাইবার নিরাপত্তা। সমাজে দৃশ্যমান নতুন ঝুঁকি চিহ্নিত করার মতই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে সাইবার ঝুঁকি চিহ্নিত করা, নতুন ভাবে সৃষ্ট সাইবার ঝুঁকিকে দ্রুত নিয়ন্ত্রন করা। যদিও আজকের অপরাধ প্রতিরোধে পুলিশের জন্য প্রয়োজনীয় যুগোপযোগী প্রযুক্তি, প্রশিক্ষন, দক্ষ জনবল, বিশেষজ্ঞ এবং আর্থিক ও অন্যান্য সমস্যা রয়েছে।

আমাদের আগামী দিনকে আরো সমৃদ্ধশালী করতে সামাজিক, অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। সে জন্য তরুন প্রজন্মকে দিতে হবে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও তাদেরকে গড়ে তুলতে হবে আগামী দিনগুলির উপযোগী করে। এর পিছনে প্রধান অন্তরায় মাদক। আমাদের সুখি বর্তমান ও উজ্জল ভবিষ্যৎ নষ্ট করছে মাদকের ভয়ালথাবা। অনেক প্রতিকূলতার সত্ত্বেও এই মাদক নির্মুলে বাংলাদেশ পুলিশ জিরো টলারেন্স-এ কাজ করে যাচ্ছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঃ

১. অপরাধ দমনে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার এবং অপরাধ ডাটাবেজ ডিজিটাল করা।
২. ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার ও অনলাইন সেবার মাধ্যমে দ্রুততর এবং কার্যকরভাবে পুলিশি সেবা প্রদান।
৩. প্রতি জেলায় সাইবার ক্রাইম প্রতিহত করণ, নিয়ন্ত্রণ এবং উদঘাটনকারি ইউনিট সৃষ্টি করা।
৪. আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে জঙ্গি, সন্ত্রাসী, অপরাধীদের দ্রুত অবস্থান নির্ণয়, গ্রেফতার এবং বিচারের জন্য সোর্পদ করা।
৫. মাদক নিয়ন্ত্রন ও মাদক সেবীদের পূনর্বাসনে কাজ করা।

২০১৯-২০২০ বছরে সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ ঃ

১. মাদক বিরোধী অভিযান জোরদার করা। প্রতিটি জেলায় মাদক ব্যবসায়ীদের আত্মসর্মপন ও মাদক সেবীদের পূর্নবাসন এছাড়া কমপক্ষে একটি উপজেলাকে মাদক মুক্ত ঘোষনা করা।
২. জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রনে অভিযান জোরদার করা, জনগনকে সম্পৃক্ত করা ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
৩. উত্তম চর্চা, জবাবদিহীতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পুলিশি কার্যক্রমে দক্ষ, যুগোপযোগী ও লাগসই প্রযুক্তির সর্বোত্তম সংগ্রহ, লালন ও ব্যবহার করা।
৪. ডিজিটাল বাংলাদেশের নিরাপত্তা উপযোগী জনবল সৃষ্টি, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি এবং নিরাপত্তা সেবা প্রদান।

উপক্রমনিকা (Preamble)

সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

ডিআইজি, রংপুর রেঞ্জ, বাংলাদেশ পুলিশ, রংপুর

এবং

আইজিপি, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স ঢাকা, বাংলাদেশ পুলিশ

এর মধ্যে ২০১৯ সালের ....মাসের................তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেনঃ

১.১ **রূপকল্প (Vision)** ঃ আধুনিক বাংলাদেশের উপযোগী শান্তি, নিরাপত্তা এবং উন্নয়ন বান্ধব পুলিশী ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

১.২ **অভিলক্ষ (Mission)** ঃ দক্ষ, যুগোপযোগী ও জনবান্ধব আধুনিক পুলিশ বাহিনী গঠনে লাগসই প্রযুক্তির সর্বোত্তম সংগ্রহ, পালন ও ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশের নিরাপত্তা উপযোগী জনবল সৃষ্টি, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি এবং নিরাপত্তা সেবা প্রদান।

১.৩ **কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)** ঃ

দেশের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীন শান্তি, নিরাপত্তা ও আইনের শাসন জোরদারকরণ আবশ্যকীয় কর্তব্য। সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশ, রংপুর রেঞ্জ তার কার্যাবলীর কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহকে দু'ভাবে ভাগ করেছে- ক) অপরাধ ব্যবস্থাপনা ও খ) পুলিশের কার্যক্রম জোরদারকরণ। সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও স্থানীয় প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে উভয় অংশকে আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ করে অত্র রেঞ্জের পুলিশী কার্যক্রম বেগবান করার প্রয়াস করা হয়েছে। যেমন-

ক) অপরাধ ব্যবস্থাপনা- এটি অন্তর্ভূক্ত করে অপরাধ ও অনুসন্ধান/তদন্ত, অবৈধ মালামাল ও মাদক উদ্ধার এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যাবলী। এছাড়া জনশৃংখলা, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা যানবাহন নিরাপত্তা, সর্বোপরি জঙ্গি নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থপনা এর অন্তর্ভূক্ত।

খ) পুলিশের কার্যক্রম জোরদারকরণ- এটি অন্তর্ভূক্ত করে পুলিশের মানব সম্পদ উন্নয়নে গৃহিত পদক্ষেপ, সেবা প্রদান ব্যবস্থাপনা, তথ্য প্রযুক্তিগত কার্যক্রম, কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রম ইত্যাদি।

তবে এই সকল উদ্দেশ্যসমূহ সময়ের চাহিদা ও সামাজিক পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল।

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ ঃ

১. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ
২. কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন
৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন
৪. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ

১.৪ **কার্যাবলী (Functions)** ঃ

১. মাদক, চোরাচালান, অবৈধ অস্ত্রধারী প্রভৃতি অপরাধীদের তালিকা প্রস্তুত ও তদানুযায়ী কার্যক্রম গ্রহন। সন্ত্রাসী কর্মকান্ড মূলক যে কোন ধরনের ঘটনায় প্রতিরোধ, প্রতিহতকরণ এবং উদঘাটন।
২. নারী নির্যাতন বন্ধ, মাদক নিয়ন্ত্রন, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ। প্রতিটি থানায় উইমেন হেল্পডেস্ক স্থাপন ও শিশু বান্ধব অফিসার পদায়ন ও কার্যকর করা।
৩. মানসম্পন্ন তদন্তকরা ও অপরাধ উদঘাটন করণ। অপরাধ তদন্তে, অপরাধীকে গ্রেফতারে প্রযুক্তি এবং তথ্য প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা।
৪. ক্রিমিনাল রেকর্ড সংরক্ষণ করার জন্য CDMS ব্যবস্থা কার্যকর করা।
৫. অপরাধ নিয়ন্ত্রনে জনগনের অংশীদারিত্বের লক্ষ্যে কমিউনিটি পুলিশিং গঠন, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকিকরণ।
৬. ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়াতে জঙ্গীবাদের কুফল সম্পর্কে প্রচারণা। ভাড়াটিয়াদের তথ্য সংগ্রহে বাড়ির মালিকদের উদ্বুদ্ধকরণ ও থানা পুলিশের কাছে তথ্য সরবরাহ করণ।
৭. পুলিশের শুদ্ধাচার/ উত্তম চর্চা ও উদ্ভাবন বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহন, জবাবদিহীতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে সকল শ্রেণী পেশা লোকদের নিয়ে থানা অঙ্গনে ওপেন হাউজ ডে আয়োজন করা।
৮. পুলিশের মানব সম্পদ উন্নয়নে ইন-সার্ভিস ট্রেনিং জোরদারকরণ ই-লার্নিং এ উদ্বুদ্ধকরণ।
৯. ন্যায়বোধ, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহমর্মিতা ও আইন মেনে চলার চর্চার সম্মিলনে একটি শুদ্ধ সমাজ গড়ে তোলার জন্য কাজ করা।

সেকশন ৩

কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)		একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-২০১৮	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-২০১৯* (০১/০৭/১৮-৩০/০৪/১৯)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক মান ২০১৯-২০২০ (Target/ Criteria Value for FY 2019-2020) অসাধারণ ১০০%	অতি উত্তম ৯০%	উত্তম ৮০%	চলতি মান ৭০%	চলতি মানের নিম্নে ৬০%	প্রক্ষেপণ (Projection) ২০২০-২০২১	প্রক্ষেপণ (Projection) ২০২১-২০২২
টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশে শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাকরণ	৮০	১.১ অপরাধ ব্যবস্থাপনা	১.১.১ অপরাধ তদন্ত নিষ্পত্তি	(ক) অভিযোগপত্রভুক্ত মামলা		২	১৯৩১৮	১৫৫১১	১৫৫৩৭	১৫৫৩০	১৫৫১৮	১৫৫১১	১০৩৬১	১৫৫৩০	১৫৫৩৭
				(খ) চূড়ান্ত প্রতিবেদন এর সংখ্যা		১	১৪০৩	৯৯৫	১০২৫	১০১৬	১০০৪	৯৯৫	৬৬৩	১০১৬	১০২৫
			১.১.২ সনাক্তকৃত অপরাধী	(ক) অভিযোগপত্রভুক্ত আসামীর সংখ্যা		১	৬৬৮২৪	৪৮৮৫৬	৪৮৮৯৫	৪৮৮৮৩	৪৮৮৬৮	৪৮৮৫৬	৩২৫৭১	৪৮৮৮৩	৪৮৮৯৫
			১.১.৩ গ্রেফতার কার্যকরণ ও গ্রেফতারী পরোয়ানা তামিল	(ক) মোট গ্রেফতারী পরোয়ানা তামিলের সংখ্যা		২	৫৭৯০২	২৭৭৭৩	২৭৮০৩	২৭৭৯৪	২৭৭৮২	২৭৭৭৩	১৮৫১৫	২৭৭৯৪	২৭৮০৩
				(খ) গ্রেফতারী পরোয়ানা ব্যতীত অন্যান্য গ্রেফতারের সংখ্যা		১	২৭৬৯০	২২৫৪৯	২২৬১১	২২৫৯২	২২৫৬৯	২২৫৪৯	১৫০৩৩	২২৫৯২	২২৬১১
			১.১.৪ সমন জারী ও সাক্ষী হাজির করণ	(ক) মোট জারীকৃত সমনের সংখ্যা		২	৫০৭৫২	৪৪৮৮৪	৪৪৯৬৮	৪৪৯৪১	৪৪৯১১	৪৪৮৮৪	২৯৯২৩	৪৪৯৪১	৪৪৯৬৮
				(খ) মোট হাজিরকৃত সাক্ষীর সংখ্যা		১	৩৭২২০	৩৩৩৯৪	৩৩৪৪৮	৩৩৪৩১	৩৩৪১১	৩৩৩৯৪	২২২৬৩	৩৩৪৩১	৩৩৪৪৮
			১.১.৫ বিজ্ঞান ভিত্তিক তদন্ত ব্যবস্থাপনা	(ক) ডিএনএ প্রতিবেদনের সংখ্যা		১	২৫	২৮	৩৭	৩৫	৩০	২৮	১৯	৩৫	৩৭
				(খ) ভিসেরা প্রতিবেদনের সংখ্যা		১	৩৬৮	৩৯৩	৪০১	৪০০	৩৯৫	৩৯৩	২৬১	৪০০	৪০১
				(গ) অন্যান্য প্রতিবেদনের (হস্তলিপি, ফটোগ্রাফি, ক্রাইমসিন) সংখ্যা		১	১৩৮	২৮৩	২৯২	২৯০	২৮৫	২৮৩	১৮৯	২৯০	২৯২
			১.১.৬ জঙ্গি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা	(ক) তাক্তাটিয়ার তথ্য সংগ্রহের সংখ্যা		১	১৬৬৭২	১২২৩৫	১২২৭৯	১২২৫২	১২২৪২	১২২৩৫	৮১৫৭	১২২৫২	১২২৭৯
				(খ) জঙ্গি প্রোফাইল তৈরির সংখ্যা	সংখ্যা	১	১২৬	১০০	১৩০	১২৩	১১০	১০০	৬৭	১২৩	১৩০
				(গ) জঙ্গি বিরোধী প্রচারণা কার্যক্রমের সংখ্যা		৩	২৩০২৭	১৮২২১	১৮৩৬৫	১৮৩১৮	১৮২৬৮	১৮২২১	১২১৪৭	১৮৩১৮	১৮৩৬৫
			১.১.৭ মাদক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা	(ক) মাদক মামলার সংখ্যা		১	১০৯৭৭	৭২৪১	৭২৯২	৭২৭৮	৭২৫৮	৭২৪১	৪৮২৭	৭২৭৮	৭২৯২
				(খ) মাদক মামলায় আসামীর সংখ্যা		১	১৯৯৫৩	১০২৪৮	১০৩১৭	১০২৯৫	১০২৭০	১০২৪৮	৬৮৩২	১০২৯৫	১০৩১৭
				(গ) মাদকসেবীদের পুনর্বাসন		২	৪৫৪	৪০০	৪২৪	৪১৭	৪০৭	৪০০	২৬৭	৪১৭	৪২৪
				(ঘ) মাদক সেবীদের চিকিৎসার্থে প্রেরণ		২	৮৮১	২৫৮	২৮২	২৭৫	২৬৫	২৫৮	১৭১	২৭৫	২৮২
		১.২ জন-শৃংখলা ব্যবস্থাপনা	১.২.১ জন-শৃংখলা ব্যবস্থাপনায় গৃহিত পদক্ষেপ	(ক) টহলের সংখ্যা (কর্মঘন্টায়)		৪	৩৩৯০৩২২	৩০৬৩২৮২	৩০৬৪১৮২	৩০৬৩৯৮২	৩০৬৩৪৮২	৩০৬৩২৮২	২০৪২১৮৮	৩০৬৩৯৮২	৩০৬৪১৮২
				(খ) চেক পোস্টের সংখ্যা (কর্মঘন্টায়)		৩	১৭৩৩১৩৪	১৫৫৬৯৬১	১৫৫৭৪৬১	১৫৫৭৩৬১	১৫৫৭০৬১	১৫৫৬৯৬১	১০৩৭৯৭৪	১৫৫৭৩৬১	১৫৫৭৪৬১
				(গ) স্ট্যাটিক ডিউটি (কর্মঘন্টায়)		৩	১৮৮৩০৫৮	১০৯৩৫৪০	১০৯৪০৮০	১০৯৩৯১০	১০৯৩৭১০	১০৯৩৫৪০	৭২৯০২৭	১০৯৩৯১০	১০৯৪০৮০
				(ঘ) প্রহরা ডিউটি (কর্মঘন্টায়)		২	৩১৮১৪২	১৭৩৯২৭	১৭৪৫১৭	১৭৪৩৯৭	১৭৪০৪৭	১৭৩৯২৭	১১৫৯৫১	১৭৪৩৯৭	১৭৪৫১৭
				(ঙ) বেআইনি সমাবেশ ও দাঙ্গা দমন (কর্মঘন্টায়)		৩	১৬০৫৯২	২১৪৮২৪	২১৫৩৬৪	২১৫১৯৪	২১৪৯৯৬	২১৪৮২৪	১৪৩২১৬	২১৫১৯৪	২১৫৩৬৪
				(চ) নির্বাচন, ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবের নিরাপত্তা ডিউটি (কর্মঘন্টায়)		৩	৫৭৫৪৭৫	৬৯৭৭২৭	৬৯৮০২১	৬৯৭৯২৪	৬৯৭৮২৪	৬৯৭৭২৭	৪৬৫১৫১	৬৯৭৯২৪	৬৯৮০২১
		১.৩ ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা	১.৩.১ ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণে গৃহিত কার্যক্রম	(ক) সড়ক দুর্ঘটনায় রুজুকৃত মামলার সংখ্যা		১	২৩৬৩	১১৩	১১৬	১১৪	১১২	১১৩	৭৫	১১৪	১১৬
				(খ) মোটরযান আইনে জরিমানার আদায়ের পরিমান	টাকা	১	৬৬৩৯০৬৫০	৪৪৬৪৪৮৮৫	৪৪৬৪৭৮৮৫	৪৪৬৪৭৩৮৫	৪৪৬৪৫৩৮৫	৪৪৬৪৪৮৮৫	২৯৭৬৩২৫৭	৪৪৬৪৭৩৮৫	৪৪৬৪৭৮৮৫
				(গ) ট্রাফিক আইন অমান্যকারী গাড়ির বিরুদ্ধে মোটরযান আইনে রুজুকৃত নন-এফআইআর প্রসিকিউশনের সংখ্যা	সংখ্যা	১	৭৪৪২৪	১১০২৭২	১১০৫১২	১১০৪৪২	১১০৩৪২	১১০২৭২	৭৩৫১৫	১১০৪৪২	১১০৫১২
			১.৩.২ সড়ক ও	(ক) সড়ক ও মহাসড়কে যানবাহন নিরাপত্তায়		৩	৬৬১২০০	৭৬১১৫৬	৭৬১৯৫৮	৭৬১৮০৭	৭৬১৩০৭	৭৬১১৫৬	৫০৭৪৩৭	৭৬১৮০৭	৭৬১৯৫৮

		বলবহনের সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম	(ঙ) টুরিস্ট পুলিশের কার্যক্রম ডিউটি (কর্মঘন্টায়)	৩	৮৯৯২৫১	১৩৭৮৪০	৬৩২৬৩০	৬৩০৪৩৫	৬৩১০৩৭	৬৩২৮৪০	৫১১৮৪১	৬৩২৪৩৫	৬৩২৬৩০
১.৪ কমিউনিটি পুলিশিং	১.৪.১ কমিউনিটি পুলিশের কার্যক্রম	(ক) ওপেন হাউজ ডে-এর সংখ্যা	৩	৭৬৮	৬৭৫	৬৯৯	৬৯১	৬৮২	৬৭৫	৪৭০	৬৯১	৬৯৯
		(খ) জনসচেতনতা সভার (বাজার, স্কুল, মাদরাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ভিজিট ইত্যাদি) সংখ্যা	৪	২৯৭৯	৭৯৪১	৭৯৯৮	৭৯৮০	৭৯৫৯	৭৯৪১	৫২৫৯	৭৯৮০	৭৯৯৮
		(গ) অপরাধ বিরোধী সভার সংখ্যা	১	১০৯৮২	৯৫২৬	৯৫৮০	৯৫৬৩	৯৫৪৩	৯৫২৬	৬৩৩১	৯৫৬৩	৯৫৮০
১.৫ মানব সম্পদ উন্নয়ন	১.৫.১ মানব সম্পদ উন্নয়নে পুলিশ প্রশিক্ষণ	(ক) ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণে ব্যয়িত সময় (কর্মঘন্টায়)	১	২০১৮৩২	১৩০৯৫৩	১৩১৬৫৩	১৩১৪০৩	১৩১১৫৩	১৩০৯৫৩	৯১৬৬৭	১৩১৪০৩	১৩১৬৫৩
		(খ) বিশেষায়িত প্রশিক্ষণে ব্যয়িত সময় (কর্মঘন্টায়)	২	২৫৩৩২	২৪৬৪৬১	২৪৬৮৭১	২৪৬৭৬৬	২৪৬৫৪৬	২৪৬৪৬১	১৬৪২৬৪	২৪৬৭৬৬	২৪৬৮৭১
১.৬ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	১.৬.১ তথ্য ও প্রযুক্তি ভিত্তিক পুলিশ কার্যক্রম	(ক) সিডিএমএস (CDMS)- এ অপরাধী এন্ট্রিকরণের সংখ্যা	১	৬২৯৯১	৬৩৯১৩	৬৪২০৭	৬৪১১০	৬৪০১০	৬৩৯১৩	৪২৬০৯	৬৪১১০	৬৪২০৭
১.৭ সেবা প্রদান ব্যবস্থাপনা	১.৭.১ সেবা প্রদানে ব্যয়িত সময়	(ক) পাসপোর্ট আবেদনে প্রাক-পরিচিতি যাচাইকার্য সম্পাদনে ব্যয়িত সময় (কর্মঘন্টায়)	৩	২৮২৬৪১	৩৫৪৬৮৫	৩৫৪৯৭৯	৩৫৪৮৮২	৩৫৪৭৮২	৩৫৪৬৮৫	২৩৬৪৭৯	৩৫৪৮৮২	৩৫৪৯৭৯
		(খ) চাকুরী প্রার্থীর প্রাক-পরিচিতি যাচাইকার্য সম্পাদনে ব্যয়িত সময় (কর্মঘন্টায়)	২	৯৩১০৭	১৩৪১২৭	১৩৪২৭১	১৩৪২২৪	১৩৪১৭৪	১৩৪১২৭	৮২৪১৮	১৩৪২২৪	১৩৪২৭১
		(গ) হজ্জে গমনকারী প্রার্থীর প্রাক-পরিচিতি যাচাইকার্য সম্পাদনে ব্যয়িত সময় (কর্মঘন্টায়)	১	২৭০০২	১৪৪০	১৭৩৪	১৬৩৭	১৫৩৭	১৪৪০	৯৬০	১৬৩৭	১৭৩৪
		(ঘ) ইমিগ্রেশন ও এমিগ্রেশন সেবা প্রদানে ব্যয়িত সময় (কর্মঘন্টায়)	১	৪৩৪৩১	১০৭১০২	১০৭৬৪২	১০৭৪৭২	১০৭২৭২	১০৭১০২	৭১৪০১	১০৭৪৭২	১০৭৬৪২
	১.৭.২ সেবা গ্রহীতার সংখ্যা	(ক) ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারে সেবা গ্রহীতার সংখ্যা	১	১৮৯৭	১৮৮৩	২৪০৫	২২৪৪	২০৪৪	১৮৮৩	১২৫৫	২২৪৪	২৪০৫
		(খ) নারী ও শিশু নির্যাতনরোধ সেলে সেবা গ্রহীতার	২	২৮০৭	২৬২০	৩৪২০	৩১৭০	২৮৭০	২৬২০	১৭৪৭	৩১৭০	৩৪২০
		(ঘ) থানার উইমেন সাপোর্ট ডেস্কে সেবা গ্রহীতার সংখ্যা	২	৩১১১	৩৬১২	৩৮১২	৩৭৭২	৩৬৫২	৩৬১২	২৪০৮	৩৭৭২	৩৮১২

বিভাগ/জেলা/উপজেলা পর্যায়ের কার্যালয়ের আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ, ২০১৮-১৯

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩	কলাম-৪		কলাম-৫	কলাম-৬				
						লক্ষ্যমাত্রার মান -২০১৮-১৯				
কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of PI)	অসাধারণ (Excellent) ১০০%	অতি উত্তম (Very Good) ৯০%	উত্তম (Good) ৮০%	চলতি মান (Fair) ৭০%	চলতি মানের নিম্নে (Poor) ৬০%
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল	মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	১	২৪ জুলাই, ২০১৮	২৯ জুলাই, ২০১৮	৩০ জুলাই, ২০১৮	৩১ জুলাই, ২০১৮	০১ আগস্ট, ২০১৮
		২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল	মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	১	১৩ জানুয়ারি, ২০১৯	১৬ জানুয়ারি, ২০১৯	১৭ জানুয়ারি, ২০১৯	২০ জানুয়ারি, ২০১৯	২১ জানুয়ারি, ২০১৯
		সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিসহ অন্যান্য বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন	আয়োজিত প্রশিক্ষণের সময়	জনঘণ্টা *	১	৬০	-	-	-	-
কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন	৯	ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন	ফ্রন্ট ডেস্কের মাধ্যমে গৃহীত ডাক ই-ফাইলিং সিস্টেমে আপলোডকৃত	%	১	৮০	৭০	৬০	৫৫	৫০
			ই-ফাইলে নথি নিষ্পত্তিকৃত *	%	১	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০
			ই-ফাইলে পত্র জারীকৃত **	%	১	৪০	৩৫	৩০	২৫	২০
		উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) বাস্তবায়ন	ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত	তারিখ	১	৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮	০৭ জানুয়ারি, ২০১৯	১৪ জানুয়ারি, ২০১৯	২১ জানুয়ারি, ২০১৯	২৮ জানুয়ারি, ২০১৯
		সিটিজেন্‌স চার্টার বাস্তবায়ন	হালনাগাদকৃত সিটিজেন্‌স চার্টার অনুযায়ী প্রদত্ত সেবা	%	১	৮০	৭৫	৭০	৬০	৫০
			সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকৃত	তারিখ	১	৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮	১৫ জানুয়ারি, ২০১৯	০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯
		অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন	নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত	%	১	৯০	৮০	৭০	৬০	৫০
		পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল ও ছুটি নগদায়নপত্র জারি নিশ্চিতকরণ	পিআরএল আদেশ জারিকৃত	%	১	১০০	৯০	৮০	-	-
			ছুটি নগদায়নপত্র জারিকৃত	%	১	১০০	৯০	৮০	-	-
আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৫	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	ব্রডশীট জবাব প্রেরিত	%	০.৫	৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০
			অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	০.৫	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০
		স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করা	স্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত	তারিখ	১	০৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	২৮ মার্চ, ২০১৯	১৫ এপ্রিল, ২০১৯

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩	কলাম-৪		কলাম-৫	কলাম-৬				
কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of PI)	লক্ষ্যমাত্রার মান ২০১৮-১৯				
						অসাধারণ (Excellent) ১০০%	অতি উত্তম (Very Good) ৯০%	উত্তম (Good) ৮০%	চলতি মান (Fair) ৭০%	চলতি মানের নিম্নে (Poor) ৬০%
			অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত	তারিখ	১	০৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	২৮ মার্চ, ২০১৯	১৫ এপ্রিল, ২০১৯
		বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত	%	২	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩	জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন	জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণীত	তারিখ	১	১৫ জুলাই	৩১ জুলাই	-	-	-
		নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিল	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	১	৪	৩	-	-	-
		তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত	%	১	১০০	৯০	৮০	-	-

আমি, দেবদাস ভট্টাচার্য বিপিএম, ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল, রংপুর রেঞ্জ, বাংলাদেশ পুলিশ, রংপুর এর প্রতিনিধি বাংলাদেশ পুলিশ এর মাননীয় ইন্সপেক্টর জেনারেল নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী বিপিএম (বার), ইন্সপেক্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ এর প্রতিনিধি হিসাবে ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ, রংপুর রেঞ্জ এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিত ঃ

....

দেবদাস ভট্টাচার্য বিপিএম
ডিআইজি, রংপুর রেঞ্জ
বাংলাদেশ পুলিশ, রংপুর।

তারিখ

২০.০৬.১৯

....

ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী বিপিএম-বার
ইন্সপেক্টর জেনারেল
বাংলাদেশ পুলিশ।

তারিখ

সংযোজনী-১

শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)

ক্রমিক নং	শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)	বিবরণ
১.	CC	Command Certificate
২.	CDMS	Crime Data Management System
৩.	CDR	Call data Record
৪.	CPU	Community Policing Unit
৫.	CTTC	Counter Terrorism and Transnational Crime
৬.	CTU	Counter Terrorism Unit
৭.	DR	Daily Report
৮.	NCB	National Central Bureau
৯.	NID	National Identity Card
১০.	SR	Spacial Report
১১.	SWAT	Special Weapons And Tactics
১২.	WCR	Weakly Report
১৩.	আইসিটি	ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি
১৪.	ই-লার্নিং	ইলেকট্রনিক লার্নিং

সংযোজনী- ২
কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী এবং পরিমাপ পদ্ধতি-এর বিবরণ

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী ইউনিট	পরিমাপ পদ্ধতি এবং উপাত্তসূত্র	সাধারণ মন্তব্য
১.	অপরাধ ব্যবস্থাপনা	অপরাধ তদন্ত নিষ্পত্তি, সনাক্তকৃত অপরাধী, গ্রেফতার কার্যকরণ ও গ্রেফতারী পরোয়ানা তামিল, সমন জারী ও সাক্ষী হাজির করণ, বিজ্ঞান ভিত্তিক তদন্ত ব্যবস্থাপনা, জঙ্গি নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থাপনা, মাদক নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থাপনা	অপরাধ বিষয়ে অভিযোগ ও আসামী গ্রেফতার, পরোয়ানা তামিল, পরবর্তীতে এবিষয়ে পুলিশ প্রতিবেদন। বিজ্ঞান ভিত্তিক তদন্ত জোরদার করণ, মাদক ও জঙ্গি বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহন।	জেলা/থানা/তদন্ত কেন্দ্র/ফাঁড়ি।	DR/GD/ক্রাইম চার্ট/ক্রাইম ম্যাপ/পুলিশের অন্যান্য প্রতিবেদন	
২.	জন-শৃংখলা ব্যবস্থাপনা	জন-শৃংখলা ব্যবস্থাপনায় গৃহিত বিভিন্ন কর্যকরী ব্যবস্থা	জনস্বার্থে বিভিন্ন টহল, স্টাস্টিক ডিউটি ও বিভিন্ন চেকপোস্ট স্থাপন। বিভিন্ন প্রটক্ষা ডিউটি সম্পাদন, বেআইনি সমাবেশ দমন। নির্বাচন, ধর্মী/ সামাজিক উৎসবে নিরাপত্তা ডিউটি	জেলা/ ডিএসবি/ থানা/ ডিবি পুলিশ/পুলিশের অন্যান্য ইউনিট	DR/GD/ক্রাইম চার্ট/ক্রাইম ম্যাপ/পুলিশের অন্যান্য প্রতিবেদন	
৩.	ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা	ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণে গৃহিত কার্যক্রম, সড়ক ও মহাসড়কে চলাচলকারী যানবাহনের নিরাপত্তায় গৃহিত কার্যক্রম	ট্রাফিক আইন অমান্যকারীর বিরুদ্ধে প্রসিকিউশন দাখিল, সড়ক ও মহাসড়কে যানবাহন নিরাপত্তায় পুলিশি টহল এবং ট্রাফিক পুলিশের স্টাটিক ডিউটি।	জেলা/ট্রাফিক ইউনিট	জেলার ট্রাফিক ইউনিটের বিভিন্ন প্রতিবেদন	
৪.	কমিউনিটি পুলিশিং	কমিউনিটি পুলিশের কার্যক্রম জোরদার করণ	ওপেন হাউজ ডে, জনসংযোগ সভা (র‍্যালি, স্কুল, মাদরাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ভিজিট ইত্যাদি), অপরাধ বিরোধী সভা, বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তির মাধ্যমে জন-শৃংখলা প্রতিষ্ঠাকরণ।	জেলার কমিউনিটি পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট	কমিউনিটি পুলিশের বিভিন্ন প্রতিবেদন/ মাসিক পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন রিপোর্ট জিডি, সভার রেজুলেশন, ছবি/ভিডিও	
৫.	মানব সম্পদ উন্নয়ন	মানব সম্পদ উন্নয়নে গৃহিত প্রশিক্ষণ	ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ ও বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদের উন্নয়ন	জেলা পুলিশ/ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স	মাসিক পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন রিপোর্ট, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ও ছবি/ভিডিও ইত্যাদি	
৬.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	তথ্য ও প্রযুক্তি ভিত্তিক গৃহিত কার্যক্রম	সিডিএমএস (CDMS) ও ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন নিস্পত্তিকরণের	জেলা/ ডিএসবি/ থানা	DR/GD/ক্রাইম চার্ট/ক্রাইম ম্যাপ/পুলিশের অন্যান্য প্রতিবেদন	
৭.	সেবা প্রদান ব্যবস্থাপনা	বিভিন্ন সেবা প্রদান	পাসপোর্ট, চাকুরী প্রার্থীর প্রাক-পরিচিতি যাচাইকার্য সম্পাদন এছাড়া হজ্জ গমনকারী, ইমিগ্রেশন ও এমিগ্রেশন সেবা প্রদান। এছাড়া ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার, নারী ও শিশু নির্যাতনরোধ সেল, থানার উইমেন সাপোর্ট ডেস্কে আগত নারী ও শিশুর সেবা প্রদান।	জেলা/ ডিএসবি/ থানা	DR/GD/ক্রাইম চার্ট/ক্রাইম ম্যাপ/পুলিশের অন্যান্য প্রতিবেদন এবং রক্ষিত ডাটাবেজ	

সংযোজনী-৩

অন্য দপ্তর/সংস্থার নিকট সুনির্দিষ্ট কর্মসম্পাদন চাহিদাসমূহ

প্রতিষ্ঠানের নাম	সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট চাহিদা/প্রত্যাশা	চাহিদা/ প্রত্যাশার যৌক্তিকতা	প্রত্যাশা পূরণ না হলে সম্ভাব্য প্রভাব
অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থা	পারস্পরিক সহযোগিতামূলক কার্যক্রম	গোপনীয় তথ্য, ইন্টেলিজেন্স আদান প্রদান/ অভিযান পরিচালনা নির্ধারণ।	অপরাধ এবং জনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রনে যৌথভাবে কাজ করা, বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুতে দ্রুত রেসপন্স প্রদান	আপদকালীন সময়ে/ জরুরী প্রয়োজনে দ্রুত সাড়া প্রদানের মাধ্যমে বড় বিপর্যয় প্রতিরোধ	জনগনের জীবন ও সম্পদহানি, রাষ্ট্রের অভ্যান্তরীন নিরাপত্তা বিপর্যয়
বিভাগীয় কমিশনার/ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	পারস্পরিক সহযোগিতামূলক কার্যক্রম	মাসিক অপরাধ পর্যালোচনা সভা গোপনীয় তথ্য, ইন্টেলিজেন্স আদান প্রদান/ অভিযান পরিচালনা নির্ধারণ।	আইন-শৃংখলা রক্ষা, অপরাধ দমন ও জনগুরুত্বপূর্ন বিষয় সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা।	সাধারন অপরাধ এবং জনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা, অপরাধ প্রতিরোধ ও উদঘাটন কৌশলগতদিক নির্দেশনা প্রদান, আলোচনা ও সাধারন সিদ্ধান্ত গ্রহণ	সাধারন শৃঙ্খলা ব্যাহত হবে
মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর, পিপি, এপিপি	পারস্পরিক সহযোগিতামূলক কার্যক্রম	অপরাধ দমন সভা গোপনীয় তথ্য, ইন্টেলিজেন্স আদান প্রদান/ অভিযান পরিচালনা নির্ধারণ।	অপরাধ এবং জনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রন	আইন ও বিধি বিধানের যথাযথ প্রয়োগ ও ইন্টেলিজেন্সসহ অভিযোগ নিস্পত্তি নিশ্চিত করা।	জনগনের জীবন ও সম্পদহানি, রাষ্ট্রের অভ্যান্তরীন নিরাপত্তা বিপর্যয়
বিআরটিএ/ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	পারস্পরিক সহযোগিতামূলক কার্যক্রম	যানবাহন ও মহাসড়ক সংক্রান্ত অপরাধ দমন, যানবাহন নিয়ন্ত্রন/ শৃংখলা আনয়নে যৌথভাবে কাজ করা	বিআরটিএ এর সাথে যৌথভাবে ডাটাবেজ শেয়ারিং, অভিযান পরিচালনা করা। সড়কের ত্রুটি, ব্লাক স্পট, নিরাপত্তা সম্পর্কে সওজ-এর সাথে তথ্য আদান প্রদান	যানবাহন ও মহাসড়ক সংক্রান্ত অপরাধ দমন, যানবাহন নিয়ন্ত্রন/ শৃংখলা আনয়ন, নিরাপদ সড়ক প্রতিষ্ঠা	কৌশলগত দিক সমূহ পর্যালোচনা সমন্বয় সাধন এবং শৃংখলা ব্যাহত হবার আশংকা আছে।